SARENGA POLICE STATION
सत्यमेव जयते
BANKURA

W.B.P. FORM NO. 27

00984

FIRST INFORMATION REPORT

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P.C., at P.S.

1. Dist. Bankura Sub-Divn. Khatra P.S. Sarenga Year 2023 FIR No 72/23 Date 17/10/23
2. (I) Act IPC Sections 498(A)/323/420/506/34 IPC Sections ×
   (ii) Act × Sections × Other Acts & Sections ×
3. (a) General Diary Reference : Entry No. 825 Time 10:45 hrs
   (b) Occurrence of Offence : Day since after her marriage Date Time 1994.
   (c) Information Received Date 17/10/23 Time 10:45 hrs
   G.D. No. 825 At the Police Station:
4. Type of information : Written / Oral Type written
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distances from P.S. 0.5 K.M. west, from P.S.
   (a) Address vill- Bordiha, post- Gangnala, PS- Sarenga, Dist:- Bankura.
   (b) In case outside Limit of this Police Station, then the name of P.S. ×
   District ×
6. Complaint/Informant :
   (a) Name Smt. Manashi Bhandari (panda) @ Smt. Uttara Bhandari
   (b) Father's / Husband's Name w/o Lt. Gautam Bhandari (Acharya) d/o Lt. Sasanka-sekhar panda (panda)
   (c) Date / Year of Birth ×
   (d) Nationality Indian
   (e) Address vill- Neturpur, PS- Sarenga, dist:- Bankura.
7. Details of know / Suspected / Unknown / Accused with particulars. 1) Smt. Sabita Bhandari w/o Lt. Binoy Bhandari ② Sri- Sanjib Bhandari s/o Lt. Bimal Prd. Bhandari ③ Sri- Arindam Bhandari s/o- Sanjib Bhandari ④ Smt. Durga @ Sima Bhandari w/o- Sanjib Bhandari all of vill- Bardiha PS- Sarenga, dist:- Bankura
   (Attach separate sheet, if necessary)
8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant
9. Particulars of properties stolen / Involved : (attach separate sheet, if required) ×
10. Total value of Properties stolen / Involved : ×
11. Inquest report / U.D. : Case No., if any :
12. FIR Contents : (Attach separate sheet, if required) The original written complaint of the complainant which is treated as FIR attached herewith
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) u/s. 498(A)/323/420/506/34 IPC

registered the case and took up the investigation / directed ASI M Besui please
.... to take up the investigation
transferred to P.S. .... On point of jurisdiction. FIR read over to the complaint / informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the complaint / Informant free of cost.

17/10/23
INSPECTOR IN CHARGE
SARENGA POLICE STATION
DIST.- BANKURA

SI Mantu Karar
Signature of the officer-in-charge, Police Station with
Name : MANTU KARAR
Rank : S.I. of police
Number if any : PS- Sarenga, Bankura.
17/10/23.

Signature / Thumb Impression
of the Complainant / Informant
complaint received by post
17/10/23.

Received on - 17-10-23 at 10:4_ & started Sarenga PS case no - 72/23 dt. 17/10/23 u/s - 498(A)/323/420/506/34 IPC
[signature] 17/10/23
INSPECTOR IN CHAR_ SARENGA POLICE STAT_ DIST.- BANKURA

To,
The Officer In Charge- Sarenga,
Sarenga Police Station,
Police Station: Sarenga,Post Office: Sarenga,
Sub Div: Khatra, Pin Code: 722150,
Dist : Bankura, West Bengal, India,
তারিখ ঃ 30/08/2023

মাননীয় মহাশয় / মহাশয়া,

আমি শ্রীমতী মানসী ভান্ডারী (পন্ডা) ওরফে শ্রীমতী উত্তরা ভান্ডারী (পন্ডা) এবং আমার স্বামীর নাম গৌতম ভান্ডারী (আচার্য্য) , বর্তমানে ঠিকানা প্রযত্নে শশাঙ্ক শেখর পন্ডা (পিতা) , গ্রাম ঃ নিতুরপুর , পোস্ট ঃ জামবনী, থানা ঃ সারেঙ্গা , সাব ডিভিশন ঃ খাতরা , পিন ঃ ৭২২১৫০, জেলা ঃ বাঁকুড়া ।

এক্ষনে আপনাদের অবগতির জন্য জন্য জানাচ্ছি যে , আমার সাথে প্রায় ২৮-২৯ (May-June'1994) বছর আগে আমার স্বামী গৌতম ভান্ডারী (আচার্য্য) , পিতা ঃ বিনয় ভান্ডারী (আচার্য্য) , মাতা ঃ শ্রীমতি সবীতা ভান্ডারী (আচার্য্য) , ঠিকানা - গ্রাম ঃ বড়উঁহা , ডাকঘর ঃ গাংনালা , থানা ঃ সারেঙ্গা , সাব ডিভিশন ঃ খাতরা, পিন ঃ ৭২২১৫০, জেলা ঃ বাঁকুড়া , নিবাসির সাথে হিন্দু শাস্ত্র মতে আমাদের উপরক্ত গ্রামের বাপের বাড়ীতে সকলের উপস্থিতিতে সামাজিক বিবাহ হয় । আমার পিসতুতো দাদা শ্রী সুব্রত পাত্র , গ্রাম ঃ আমঝোড়, এই বিবাহের সম্বন্ধ করে বড়উঁহার পাশের গ্রামের একজনের মাধ্যমে ।

আমাদের বিবাহের দিনে আমাদের শশুড়বাড়ীর তরফ থেকে আত্মিয়স্বজন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সন্জীব ভাড়ারী (মেজো ভাসুর) , পিতা ঃ বিমল প্রসাদ ভাণ্ডারী , শ্রী তরুন ভাণ্ডারী (ভাসুর) , পিতা ঃ সুনিল ভাণ্ডারী, শ্রী বরুন ভাণ্ডারী (দেবড়) , পিতা ঃ সুনিল ভাণ্ডারী , শ্রী জয়দেব ভাণ্ডারী (দেবড়) , পিতা ঃ সুনিল ভাণ্ডারী, শ্রী তপন ভাণ্ডারী (দেবড়) , পিতা ঃ দেবি দাস ভাণ্ডারী , শ্রী অসিত ভাণ্ডারী (দেবড়) , পিতা ঃ দেবি দাস ভাণ্ডারী , শ্রীমতি ঝুমা ভাণ্ডারী চ্যার্টাজ্জী (ননদ) , পিতা ঃ দেবি দাস ভাণ্ডারী, শ্রী স্বপন রায় এবং শ্রী শ্যামল রায় ছাড়াও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন আমার শশুড়বাড়ীর গ্রাম থেকে । আমাদের গ্রামের অনেক লোকজন এবং আত্মিয়স্বজনরাও সব্বাই উপস্থিত ছিলেন । আমাদের বিবাহের ঠাকুর মশাই ছিলেন শ্রী প্রশান্ত সতপতি , গ্রাম ঃ গাররা ,ডাকঘর ঃ লক্ষী সাগর , জেলা ঃ বাঁকুড়া ।

P-IV 69/23

আমার গরীব বাবা অনেক কষ্ট করে পাত্র পক্ষের দাবী মোতাবেক বিশেষ করে শাশুড়ীর দাবী মোতাবেক নগদ টাকা , কিছু সোনার / রুপোর গহনা , কাঁসা / পিতলের বাসনপত্র , দানসামগ্রী ইত্যাদী যৌতুক হিসাবে দেন । আমাদের সামাজিক বিয়ের পর থেকে আমি আমার শশুড়বাড়ীর যৌথ পরিবারে গিয়ে সকলের সাথে বসবাস করতে শুরু করি ।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকে আমার শাশুড়ী মাতা শ্রীমতি সবীতা ভান্ডারী (আচার্য্য) এবং নিম্নলিখিত লোকেরা আমার সাথে মানসিক / শারিরীক নির্যাতন , অশান্তি , ঝগড়া শুরু করে । আমার শাশুড়ী সবসময় আমার স্বামীকে প্রোরোচনা দিয়ে অশান্তি এবং আত্যাচার করতো ও করাতো এবং সব অশান্তির মধ্যে মুল ইন্ধন / মদত দাতা ছিল শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী (আচার্য্য) (মেজো ভাসুর) , পিতা ঃ বিমল প্রসাদ ভাণ্ডারী , এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দূর্গা ওরফে সীমা ভাণ্ডারী (মেজো ভাসুরের স্ত্রী) , স্বামী ঃ শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী (আচার্য্য) ।

প্রতিবার অশান্তির পর আমার স্বামী আমাকে বাপের বাড়ীতে রেখে আসতো বাধ্য হয়ে । আমার বাবা চাল , ডাল, আটা , আনাজপাতি দিয়ে প্রত্যেকবার শশুড়বাড়ীতে পাঠাতো এবং ১০-১৫ দিন বাদ অশান্তি শুরু করতো এই সব জিনিসগুলো ফুরিয়ে গেলে এবং আমার স্বামী বাধ্য হতো আমাকে বাপের বাড়ী রেখে আসতে ।

আমার শাশুড়ী অনেকবার আমাকে গরম খুন্তি দিয়ে ছেঁকা দিয়েছে এবং প্রচুর মারধোর করেছে দিনের পর দিন। প্রত্যেকবার সমস্ত অশান্তির মাথা এবং মদতদাতা ছিল শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দূর্গা ওরফে সীমা ভাণ্ডারী।

আমার স্বামীকে দুই তিনবার সারেঙ্গা থানা আরেস্ট ও করেন, আমার শাশুড়ী, শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দূর্গা ওরফে সীমা ভাণ্ডারীর প্ররোচনায় আমার স্বামীর দ্বারা অত্যাচার এবং অশান্তির জন্য। তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন এবং আমার এক মেশোমশাই, হাবিলদার - সারেঙ্গা থানায় ছিলেন সেই সময়। এ ছাড়াও আরো ৩ - ৪ বার আমরা সারেঙ্গা থানায় গিয়েছিলাম উপরক্ত ব্যাক্তিগনের নামে F.I.R. করার জন্য কিন্তু আমাদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি কোনো অজ্ঞাত কারনে।

আমার স্বামী মারা যাবার এক দুই মাস আগেও অশান্তির জন্য আমার স্বামী আমাকে আমার বাপের বাড়ী রেখে আসে এই বলে যে সে বাইরে যাবে কয়েক মাসের জন্য কাজের জন্য এবং পরে ৫-৬ মাস বাদে এসে আমাকে নিয়ে যাবে শশুড়বাড়ীতে। এর পর আমার স্বামী মারা যায় (2018 / 2019 সালের কোনো এক সময়ে) পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কাজের জায়গায় কিন্তু আমার শশুড়বাড়ীর লোকজন কেউ আমাকে কোনো খবর পর্য্যন্ত দেয়নি তাই সঠিক মৃত্যুর দিন এবং মাস আমাদের জানা নেই। ৬ মাস বাদে আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক শশুড়বাড়ীর গ্রাম থেকে খবর পেয়ে আমাদেরকে আমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ জানান। এই খবর পেয়ে আমি, আমার ভাই, আমার জেঠতুতো দাদা এবং বৌদি আমার মৃত স্বামীর বাড়ী যাই। আমার শাশুড়ী, শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দূর্গা ওরফে সীমা ভাণ্ডারীর সাথে দেখা হয়। শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী দূর্গা ওরফে সীমা ভাণ্ডারী আমাদেরকে কুকুর, বিড়াল এর মতো তাড়িয়ে দেয় এবং তেড়ে তেড়ে মারতে আসে এবং আমার শাশুড়ী শ্রীমতি সবীতা ভান্ডারী সেইসময় কোথায় যে লুকিয়ে যায় পরে আর তাকে খুঁজেই পেলাম না।

আমরা সকলে দুরব্যবহার পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হই সেইদিন এবং সারেঙ্গার পঞ্চায়েত প্রধান এর সাথে দেখা করি এবং সারেঙ্গা থানায় যাই এবং থানার মেজোবাবুর থেকে জানতে পারি যে কোম্পানির লোকজন এবং সারেঙ্গা থানার লোকজন আমার শশুড়বাড়ীর সব্বাইকে আমার কথা মানে "গৌতম ভাণ্ডারীর (আচার্য্য) স্ত্রী কোথায় জীগাসা করেন ? আমার শশুড়বাড়ীর লোকজন ওনাদের বলে আমি নাকি অনেকদিন আগে মারা গিয়েছি। ওই কোম্পানির লোকজনও আমার স্বামীর দেহ পৌঁছে দেবার সময় অনেকবার আমাকে খোঁজে এবং আমার শাশুড়ী এবং শশুড়বাড়ীর লোকজন ওদের বলে "গৌতম ভাণ্ডারীর স্ত্রী মানে আমি শ্রীমতী মানসী ভাণ্ডারী (পন্ডা) ওরফে শ্রীমতী উত্তরা ভান্ডারী (পন্ডা) নাকি মারা গেছি অনেকদিন আগে।

আমরা পরে জানতে পারি যে আমার স্বামীকে কাজের জায়গায় পিটিয়ে মেরে দেয় ওর কলিগরা / লেবাররা এবং ওই কোম্পানির লোকজন আমার স্বামীর দেহ পৌঁছে দিয়ে যায় আমার শশুড়বাড়ীতে। পরে এটাও জানতে পারি যে আমার আমার স্বামীর মৃত্যুর (2018 / 2019 সালের কোনো এক সময়ে) জন্য ওর কোম্পানির মালিক পক্ষ অনেক লক্ষ্য টাকা আমার শাশুড়ীকে দেন যেটা উনি আত্মসাত করেছেন।

এর পরে আমরা জানতে পারি যে আমার স্বামী এবং আমার শশুড় / শাশুড়ীর নামের সব জমি জায়গা মুলতো মৌজা ঃ দীড়কিনি, থানা ঃ সারেঙ্গা, এবং মৌজা ঃ ভোলার খাপ, থানা ঃ ইন্দপুর এলাকায় অবস্থিত, কায়দা করে জমির সব নকল কাগজপত্র, আমার স্বামীর নকল ডেথ সারটিফিকেট পঞ্চায়েত / ডাক্তারের থেকে বানিয়ে আমার মেজো ভাসুর শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী (আচার্য্য), পিতা ঃ বিমল প্রসাদ ভাণ্ডারী (আচার্য্য), এবং শ্রী অরিন্দম ভাণ্ডারী, পিতা ঃ শ্রী সন্জীব ভাণ্ডারী (আচার্য্য), দুইজনের নামে লিখিয়ে নিয়েছে, যেই গুলোর আমি হচ্ছি আসল আইনগত ভাবে ভাগিদার, অংশিদার এবং হকদার। আমার স্বামী এবং আমার শশুড় / শাশুড়ীর নামের সব জমি জায়গা নিয়ে আমার সঙ্গে এরা সব্বাই মিলে প্রতারনা করেছে এবং সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছে।

আমার রেশন কার্ড এবং অনান্য সব জিনিসপত্র ওরা সব্বাই আটকে রেখেছে । এখন আমি আমার ভাই আর ভাইয়ের স্ত্রীর সংসারে এবং আমার ৮২ - ৮৪ বছরের বৃদ্ধা মায়ের গলগ্রোহ হয়ে রয়েছি এবং আমরা ঠিকমতো খেতে পর্য্যন্ত পারি না । অনাহারে আধপেটা খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছি আমরা সব্বাই অথচ আমার, স্বামীর, শশুড়ের, শাশুড়ীর এত্তো জায়গা জমি আছে যেগুলোর আমি আসল হকদার, অংশিদার এবং ভাগিদার । আপনারাই সকলে বলুন আমার কি এই জীবনটা প্রাপ্য ? এই ভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় ?

আমি এদের সকলের কঠোরতম শাস্তি চাই এবং আপনাদের কাছে আইন মোতাবেক যোগ্য বিচার চাই । আমার এখন না খেতে পেয়ে মরার অবস্থ্যা করে ছেরেছে সব্বাই মিলে । এত্তো কষ্ট এখন আর আমি নিতে পারছি না ।

অতএব মহাশয় আপনাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ এবং প্রার্থনা রইল যে উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে অভিযুক্তদের তলব করে , যথাযত F.I.R. করে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাধিত থাকবো , অন্যথায় আমার অপুরনিয় ক্ষতি হবে । আমি বিচার চাই এবং নিম্নলিখিত সকল যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি চাই ।

ইতি,

মানসী ভান্ডারী (পন্ডা)

বিনীতা --- শ্রীমতী মানসী ভান্ডারী (পন্ডা) /
শ্রীমতী উত্তরা ভান্ডারী (পন্ডা) তারিখ ঃ

ফোন নং ঃ +91- 8101235427,

এট্যাচমেন্ট ঃ (১) ভোটার কার্ড -শ্রীমতী মানসী ভান্ডারী (পন্ডা) এবং ˚গৌতম ভান্ডারী (আচার্য্য) ,
(২) আমাদের বিয়ের ছবি - শ্রীমতী মানসী ভান্ডারী (পন্ডা) এবং ˚গৌতম ভান্ডারী (আচার্য্য)
(৩) নকল জমির দানপত্র / বিক্রির কাগজ - শ্রী অরিন্দম ভান্ডারী - Deed No - 87 year - 2019 , Volume No. 1016 – 2019, Page No – 1622 TO 1634,
(৪) নকল জমির দানপত্র / বিক্রির কাগজ - শ্রী সন্জীব ভান্ডারী (আচার্য্য) - Deed No - 88 - year – 2019 , Volume No. 1016 – 2019, Page No – 1635 TO 1653,

অভিযুক্তকারীগনের নাম এবং ঠিকানা ঃ —

১) **শ্রীমতি সবীতা ভান্ডারী,** (শাশুড়ী), স্বামী ঃ˚ বিনয় ভান্ডারী , ঠিকানা - গ্রাম ঃ বড়ডিহা ,
ডাকঘর ঃ গাংনালা, থানা ঃ সারেঙ্গা , সাব ডিভিশন ঃ খাতরা , পিন ঃ ৭২২১৫০,
জেলা : বাঁকুড়া , **ফোন নং ঃ +91- 9641253171,**

2) **শ্রী সন্জীব ভান্ডারী** (মেজো ভাসুর) , পিতা ঃ ˚বিমল প্রসাদ ভান্ডারী ,
ঠিকানা - গ্রাম ঃ বড়ডিহা ,ডাকঘর ঃ গাংনালা, থানা ঃ সারেঙ্গা ,
সাব ডিভিশন ঃ খাতরা , পিন ঃ ৭২২১৫০,জেলা : বাঁকুড়া ,
ফোন নং ঃ +91- 8016177461

৩) **শ্রী অরিন্দম ভান্ডারী** (মেজো ভাসুরের পুত্র), পিতা ঃ শ্রী সন্জীব ভান্ডারী ,
ঠিকানা - গ্রাম ঃ বড়ডিহা ,ডাকঘর ঃ গাংনালা , থানা ঃ সারেঙ্গা ,
সাব ডিভিশন ঃ খাতরা , পিন ঃ ৭২২১৫০ , জেলা ঃ বাঁকুড়া ,
ফোন নং ঃ +91-9732029203,+91-8337879701,+91- 7583907895,

৪) **শ্রীমতী দুর্গা ওরফে সীমা ভান্ডারী** (মেজো ভাসুরের স্ত্রী) , স্বামী ঃ শ্রী সন্জীব ভান্ডারী ,
ঠিকানা - গ্রাম ঃ বড়ডিহা ,ডাকঘর ঃ গাংনালা , থানা ঃ সারেঙ্গা ,
সাব ডিভিশন ঃ খাতরা, পিন ঃ ৭২২১৫০ , জেলা ঃ বাঁকুড়া ,
ফোন নং ঃ +91- 8016177461